পুজোর মুখে অসুর তিতলি, উদ্‌বেগে উদ্যোক্তারা

তিতলির দাপটে ভেসে গেছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ। বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন অমল রজক।

দিনভর বৃষ্টিতে মুখভার ব্যবসায়ীদের

রতুয়া, ১১ অক্টোবর ঃ সকলের মুখে এখন একটাই নাম তিতলি। পুজোর মরশুমে এটি কি কোনো দেবদেবীর নাম? না, আসলে এটি একটি বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়ের নাম। নামটি দিয়েছে পাকিস্তান। এই সময় আরব সাগরে ঘূর্ণিঝড় হলে নাম হবে লুবন। নামটি ওমানের দেওয়া। এই তিতলির জেরে এরাজ্যে পুজোর মুহূর্তে শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষণ। বুধবার রাত থেকে মুখভার আকাশের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে অবিরাম বর্ষণ। শুক্রবার তৃতীয়া। ইতিমধ্যেই বহু প্যান্ডেলে সেলিব্রিটিদের নিয়ে শুরু হয়েছে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান। তারই মাঝে তিতলি তথা প্রজাপতির রঙিন ডানার ঝাপটায় বিবর্ণ হতে চলেছে পুজোর আনন্দ। কপালে ভাঁজ পড়েছে পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের। শুক্রবারের লাগাতার বর্ষণে পুজো প্যান্ডেলগুলির করুণ অবস্থা। রাস্তাঘাটগুলি জলকাদায় ভরে গিয়ে পথচলা দায় হয়ে পড়েছে রতুয়ার জাননগর, দুর্গাপুর, বালুপুর ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মশালদহ, ভালুকা, ফতেপুর ও খিদিরপুর গ্রামগুলিতে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের দৌলতনগর সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক নন্দদুলাল মিত্র, রতুয়ার দুর্গাপুরের রতন তেওয়ারি ও ভালুকা বাসস্ট্যান্ড পুজো কমিটির সম্পাদক অশোক প্রামাণিকরা জানান, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে আমাদের পুজোটাই মাটি হতে চলেছে। বৃষ্টির কারণে পুজো প্যান্ডেলের কাজ শেষ করতে পারছি না। এভাবেই কয়েকদিন ধরে চললে এবছর দুর্গাপুজোই মাটি হয়ে যাবে।

অন্যদিকে, ভালুকার বস্ত্র ব্যবসায়ী রাধা কুণ্ডু, ভাস্কর চৌধুরিরা জানান, গ্রামেগঞ্জে সাধারণত পুজোর শুরু প্রাক্কালে দোকানে নতুন কাপড় কেনার জন্য খদ্দেররা ভিড় জমায়। শেষ ক'দিনই আমাদের বিক্রি। কিন্তু তিতলি নিম্নচাপের বৃষ্টিতে বৃহস্পতিবার সকল থেকে বিক্রি প্রায় বন্ধের মুখে। এই নিম্নচাপ দীর্ঘস্থায়ী হলে আমরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হব। আর মাত্র ২ দিন পরেই দুর্গাপুজো শুরু। ফলে পুজো উদ্যোক্তাদের শেষবেলার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এবং সেই মতো মৃৎশিল্পীরাও চরম ব্যস্ত। কিন্তু সকাল ৯টা নাগাদ ভারাক্রান্ত মেঘের বর্ষণে নাকাল হতে হল দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের। সামসীর মৃৎশিল্পী ও পুজো উদ্যোক্তাদের মণ্ডপসজ্জার কারিগরদের উৎসাহে জল ঢেলে দিল বৃহস্পতিবারের বৃষ্টি। সামসীর উল্লেখযোগ্য ও বড়ো আকারের মণ্ডপ বা পুজোগুলির মধ্যে সামসী রানাপ্রতাপ ক্লাবের পুজোমণ্ডপে গেলে দেখা গেল বড়ো সামিয়ানার মতো ত্রিপল খাঁটিয়ে কাজ চলছে রুদ্ধশ্বাসে। শ্যামল সরকার বলেন, অবিরাম ও ঝিপঝিপে বৃষ্টি পড়ছে আজ সকাল থেকে। বিকাল হলেও থামেনি। এই ব্যবস্থা আটকাতে শক্ত মণ্ডপ ও ডবল ত্রিপল দিয়েছি। তবে প্রবল ঝড় হলে সমস্যা হবে। ঠিক দিনে ও ঠিক সময়ে মণ্ডপের কাজ সম্পূর্ণ হবে না। পুজোর আগে এদিন সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় চরম সমস্যার মুখে পড়লেন তপনের মৃৎশিল্পী ও প্যান্ডেল শিল্পীরা। বৃষ্টিতে মাথায় হাত পড়েছে পুজো উদ্যোক্ত ও কাপড় ব্যবসায়ীদেরও।

শহরের পুজোগুলি বরাবরই গ্রামীণ পুজো গুলি থেকে এগিয়ে থাকে। শহরের পুজো মণ্ডপে যখন প্রতিমা দেখতে ভিড় জমছে দর্শকদের, ঠিক পুজোর চারদিন আগেও তপনের অধিকাংশ পুজোর প্রতিমার মাটির কাজ শেষ হয়নি। আর তার মাঝেই বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে তপনের পুজোমণ্ডপগুলিতে জল জমছে। প্যান্ডেল ভিজে রং উঠে যাওয়ার অবস্থা।

তপনের দুর্গাপুজো উদ্যোক্তা দুলাল বর্মন বলেন, আমাদের গ্রামীণ এলাকায় পুজো হয়। সেক্ষেত্রে শহরের পুজো অনেক এগিয়ে থাকে। তাই অনেক সময় সমাপ্তির সকাল বেলাতেও প্রতিমার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর চারদিন বাকি আছে। কিন্তু আমাদের প্যান্ডেলের কাজ সম্পন্ন হয়নি। প্রতিমার মাটির কাজ শেষ হয়নি। তার মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভীষণভাবে চিন্তায় পড়ে গেলাম। কীভাবে মাটির রস শুকাব। কীভাবে রং হবে। বৃষ্টি হওয়াতে অনেক পিছিয়ে গেলাম।

তপন মিতালী ক্লাবের অন্যতম সদস্য সুব্রত ধর বলেন, আমাদের পুজো প্যান্ডেলের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিমার কাজ শেষ হয়নি। বৃষ্টি হবার ফলে প্যান্ডেলের রং উঠে গেল। তারফলে খরচ বেড়ে গেল। কিন্তু সমস্যায় পড়ে গেলাম প্রতিমা সম্পন্ন করা নিয়ে।

মৃৎশিল্পী দুলাল ভুঁইমালি বলেন, আমাদের এখানকার পুজো উদ্যোক্তারা দেরিতে বায়না দিয়ে থাকেন। রং করাত দূরে থাকে কয়েকটি প্রতিমার মাটির কাজ শেষ করতে পারিনি। তার মধ্যে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কাজ অনেকটা পিছিয়ে গেল। কাপড় ব্যবসায়ী কাজল সাহা বলেন, পুজোয় কয়েকটা দিনই কেনাবেচা হয়ে থাকে। সকাল থেকে যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতে অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেল। কারণ ক্রেতারা বের হতে পারছেন না।

বৃষ্টির জেরে বালুরঘাটে ফাঁকা বাজার। –সংবাদচিত্র

পুজোর মুখে বৃষ্টি, গাজোলে মার খেল হাট

পঙ্কজ ঘোষ

গাজোল, ১১ অক্টোবর ঃ গাজোলে তিতলির তেমন প্রভাব না পড়লেও আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হালকা বৃষ্টির সঙ্গে ছিল ঝড়ো হাওয়া। ফলে পুজোর আগে ক্ষতির মুখে পড়েছেন বেশ কিছু ব্যাবসায়ী। এদিন ছিল মালদা জেলার অন্যতম বড়ো হাট গাজোল হাট বসার দিন। পুজোর আগে এদিনই ছিল গাজোল হাটে কেনাবেচার শেষ সুযোগ। কিন্তু সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ায় বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে আসেন গাজোল হাটে। উত্তরদিনাজ পুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর থেকেও আসেন ব্যবসায়ীরা। গাজোল হাটে সবজি থেকে শুরু করে গোরু, মোষ, কাপড় সহ অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি হয়। গাজোল হাটে রয়েছে একাধিক কাপড়ের দোকানও। আর কয়েক দিন পরেই পুজো। পুজোর আগের শেষ হাটে কেনাবেচা তেমন জমেনি বলেই জানালেন ব্যবসায়ীরা।

দিনভর বৃষ্টিতে বেহাল গাজোলের গোরুহাটি। – সংবাদচিত্র

সকাল থেকেই বৃষ্টির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় গাজোলের গোরু হাটে। সেখানে অনেককেই দেখা গেল ছাতা মাথায় গোরু বিক্রি করতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু খরিদ্দারের দেখা মেলেনি। সুবল মন্ডল, দীলিপ দাসেরা গোরু বিক্রি করতে এসেছিলেন। কিন্তু সকাল থেকে কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরেও ক্রেতার দেখা মেলেনি বলে জানালেন তাঁরা। তাঁরা জানালেন, গোরু বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে বাড়ির লোকেদের জন্য নতুন জামাকাপড় কিনে নিয়ে যাব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা আর হল না।

পুজোর আগে হাটে জুতো বিক্রির আশা করেছিলেন রফিক, পিয়ারুলের মতো জুতো ব্যবসায়ীরা। তাঁরা জানান, আশা করেছিলাম পুজোর আগে শেষ হাটে বেশ কিছু জুতো বিক্রি হবে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য বেচাকেনা অনেকটাই কম হয়েছে। বৃষ্টি না হলে আজকে ব্যবসা আরও ভালো হত। দীলিপ মন্ডল, সুফল ভৌমিকদের মতো কাপড় ব্যবসায়ীরা জানান, একে তো বৃষ্টি, তার মধ্যে অস্থায়ী হাটে দোকানের সামনে কাদাজল। অন্যদিনের তুলনায় এদিন কাপড়ের হাটে ভিড় ছিল অনেকটাই কমে।

ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মণীন্দ্রচন্দ্র পাল ও সম্পাদক বিধানচন্দ্র রায় জানান, হাটে রিটেল থেকে হোলসেল সব ধরনের ব্যবসা হয়। কয়দিন পরেই পুজো। পুজোর বাজার হওয়ার কথা ছিল এদিন। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সমস্যা হল। গাজোলের গ্রামাঞ্চলের অনেকেই পুজোর শেষ হাটের ভরসায় থাকেন। সারাদিন বৃষ্টির ফলে ক্ষতির মুখে পড়লেন ব্যবসায়ীরা। একে মুশুলধারে বৃষ্টি, তার ওপর আবার হাটের রাস্তায় জমা জল কাদা, সব মিলিয়ে ক্রেতাদের আসতে সমস্যা হয়েছে।

পুজো প্রস্তুতিতে ভিলেন বৃষ্টি

বালুরঘাট, ১১ অক্টোবর ঃ তিতলির প্রভাব পড়ল বালুরঘাট শহরে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সাথে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বালুরঘাটেও। পুজোর আর হাতেগোনা কয়েকটি দিন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় পুজো প্রস্তুতির কাজ বিঘ্নিত হতে বসেছে। ফলে আশঙ্কায় রীতিমতো চিন্তিত শহরের পুজো উদ্যোক্তারা। এদিনের বৃষ্টিতে কোনো কোনো পুজো মণ্ডপের সামনে জলকাদা জমে যেতে দেখা গেছে। শেষ মুহূর্তে মণ্ডপের কাজ শেষ করতে কোথাও ত্রিপল টাঙিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ করছেন শিল্পীরা। আবহাওয়াদপ্তর বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত অন্যান্য একাধিক জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তর দিনাজপুর ও মালদাতেও বৃষ্টির কথা জানিয়েছে।

এবার বর্ষায় জেলায় তেমন বৃষ্টিপাত হয়নি। সেই অবস্থা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা পুজোতে বৃষ্টি হওয়া নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিতলির প্রভাবে বালুরঘাটেও বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রায় দিনভর বৃষ্টিতে চিন্তিত হয়ে উঠেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। চিন্তার কথা শোনা গেল ব্যবসায়ীদের কথাতেও। অধিকাংশ বস্ত্র ব্যবসায়ী বলছেন, বৃষ্টির ফলে ইতিমধ্যেই পুজোর বাজার প্রভাবিত হয়েছে। বৃষ্টির কারণে এদিন বাজারে কেনাকাটা অন্যদিনের তুলনায় কম হয়েছে। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, বৃষ্টির কারণে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতিও যথেষ্ট কম ছিল। পুজোর আগে বৃষ্টি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবেন না অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও।

পুজো উদ্যোক্তারা যখন পরিকল্পনা মতো শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির কাজ করছেন। তখন হঠাৎ করে বৃষ্টি নামায় পুজোর কাজও কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছে। উদ্যোক্তারা মনে করছেন বৃষ্টি আর না বাড়লে পুজোর কাজ বিশেষ করে মণ্ডপ সজ্জার কাজ ষষ্ঠীর আগেই শেষ করে উঠতে পারবেন। বালুরঘাটের অমৃত সংঘের এবারের পুজো সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী মণ্ডপসজ্জার চূড়ান্ত কাজের কিছু অংশ বাকি রয়েছে। বৃষ্টি হওয়ায় কাজ করতে পারছেন না শিল্পীরা। তবে কিছু কিছু পুজো উদ্যোক্তা বৃষ্টির চেয়ে ঝড় নিয়ে বেশি চিন্তিত। তাঁরা বলছেন, বৃষ্টিতে মণ্ডপসজ্জার কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তবে ঝোড়ো হাওয়া নিয়ে তাঁরা বেশি চিন্তিত। শুধু পুজো উদ্যোক্তারাই নয়, পুজোর আগে বৃষ্টি নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে শহরবাসীরাও। গৃহবধূ বহ্নি সরকার, পূজা সরকাররা বলেছেন, পুজোর এখনো অনেক কিছু কেনাকাটা বাকি আছে। বৃষ্টি নামায় বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছেন না। শিক্ষিকা সংগীতা সেন সরকার বলেন, শনিবার থেকে স্কুল ছুটি পড়ছে। আর বৃষ্টি না হলেই ভালো। পুজোর সাজের এখনো অনেক কেনাকাটা বাকি।

কর্মাধ্যক্ষ পদে মহিলাদের অগ্রাধিকার পদ্ম বিগ্রেডের

হবিবপুর, ১১ অক্টোবর ঃ হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির ৩১টি আসনের মধ্যে বিজেপি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে বেশি মোট ১৮টি আসন পেয়ে চমক দিয়েছিল। তৃণমূলের ঝুলিতে গিয়েছিল ৭টি, কংগ্রেসের ৫টি এবং সিপিএমের ঝুলিতে গিয়েছিল ১টি আসন। বোর্ড গঠনের পর বিজেপি এবার অধিকাংশ পদে মহিলাদের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে চমক দিল হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে। বৃহস্পতিবার হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন হয়। স্থায়ী সমিতির মোট ৯টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি দপ্তরেরই কর্মাধ্যক্ষ নিয়োজিত হন মহিলা সদস্যরা।

বিজেপির হবিবপুর ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি প্রতাপচন্দ্র সিং জানান, সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩১টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৮টি আসন পেয়ে হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছিল। পরবর্তীতে হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনও হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ত্রিদিব রায় এবং সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মধুময় সরকার। তারপর হয়েছে স্থায়ী সমিতি গঠনও। বৃহস্পতিবার হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন হলেন।

তিনি বলেন, মহিলাদের আরও গুরুত্ব দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন দপ্তরের অধিকাংশ কর্মাধ্যক্ষ পদ মহিলা সদস্যদেরই দেওয়া হয়েছে। মোট ৯টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি দপ্তরে মহিলা সদস্যদের কর্মাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত করা হয়েছে। প্রতাপবাবু বলেন, এবার উন্নয়নের কাজ শুরু হবে। বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করতে তাঁরা আগ্রহী বলে তিনি জানান।

বিজেপির মণ্ডল কমিটির নেতৃত্ব প্রতাপচন্দ্র সিং জানান, হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি ও সেচদপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন অঞ্জলি মুর্মু। বনভূমি কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব পেয়েছেন শিল্পী বিশ্বাস। খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মঞ্জু মণ্ডল এবং শিশু ও নারীকল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন সুমিত্রা সাহানি। বিদ্যুত ও শিল্প পরিকাঠামো দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন বনশ্রী রায় এবং জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন মন্দিরা সিংহ মৃধা। সুপ্রিয় সরকার পেয়েছেন মৎস ও প্রাণীসম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব। পূর্তদপ্তরের কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব পেয়েছেন বিপিন মণ্ডল। এবং শিক্ষা সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন প্রশান্ত রায়।

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জ্বরে আক্রান্ত নিরাপত্তারক্ষী।– সংবাদচিত্র

জ্বরের প্রকোপ রায়গঞ্জে

যুদ্ধকালীন তৎপরতা স্বাস্থ্যকর্তাদের

রায়গঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ জ্বরের আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না রায়গঞ্জের বাসিন্দাদের। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত জ্বর নিয়ে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন প্রায় ৩০ জন। জ্বরের প্রকোপ বাড়তেই উত্তর দিনাজপুরের স্বাস্থ্যকর্তাদের টনক নড়েছে।

মশা মারার কামানগুলো তড়িঘড়ি বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যাতে আর না বাড়ে, তাই আগাম সতর্কতা হিসাবে এলাকায় মশা মারার কামান ব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।জেলার স্বাস্থ্যদপ্তরের আধিকারিক বলেন, জেলায় এই মুহূর্তে ডেঙ্গু আক্রান্ত কোনো রোগী নেই। অনেকে গুজব ছড়াচ্ছেন। সেই সুযোগে বেসরকারি ল্যাবগুলি রক্ত পরীক্ষা করে বিভ্রান্ত করছেন মানুষদের।

বৃহস্পতিবার প্রবল জ্বর নিয়ে হেমতাবাদের সমসপুরের বাসিন্দা স্নেহা সরদারকে(১৩) রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করেছেন। স্নেহার মা রিজিয়া খাতুন বলেন, দশদিন ধরে আমার মেয়ের জ্বর। তাকে প্রথমে হেমতাবাদ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভরতি করা হয়েছিল। সেখান থেকে দিন চারেক আগে স্নেহাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার রক্তের নমুনায় ডেঙ্গুর জীবাণু মেলায় ফের তাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

অন্যদিকে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী পারুল বেগম দিন চারেক ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রবল জ্বরে মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করে দেন। পারুলের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার ছটপরুয়া কালীবাড়ি এলাকায়। এদিন সকালে প্রবল জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন আলমগির কবির, কুলু মর্মু, প্রভাত মণ্ডল, হাসানুর জামান, সলিল বিশ্বাস, মেরিনা খাতুনরা।

এদিকে দশজন রোগীর রক্তের নমুনা নিয়ে যাওয়া হলেও এখনো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিজনদের রক্তের নমুনায় কী পাওয়া গিয়েছে তা জানাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে দুজনের রক্তে নমুনায় ডেঙ্গুর জীবাণু ধরা পড়ায় তাঁদের আইসিইউতে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কর্তব্যরত নার্সদের বক্তব্য, দুজনের রক্তের নমুনায় এনএস১ পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। তবে সেই দুজনের নাম বলতে নারাজ তাঁরা।

বাটনায় স্মারকলিপি

সামসী, ১১ অক্টোবর ঃ রতুয়া–১ এর অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের তরফে বৃহস্পতিবার ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের হাতে মোট ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে এক স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে।

ওই মাদ্রাসার ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মহম্মদ জহিরুদ্দিন ও সম্পাদক সাদিকুল দাবিসমুহ জানিয়ে বলেন, বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসাকে কলেজের মান দিতে হবে। এই মাদ্রাসায় সরাসরি জামিল ও টাইটেল বিভাগ চালু করতে হবে। ওই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের মার্কসিট সময় অনুযায়ী প্রদান করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদানে হেনস্তা দূর করতে হবে।

এব্যাপারে বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আফতাবুদ্দিন আহমেদ ছাত্রদের ইউনিয়নের তরফে স্মারকলিপি পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের দাবিদাওয়া সমূহ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে খুব শীঘ্রই। যাতে তাদের দাবিগুলি পূরণ হয়।

মুর্শিদাবাদের আলকাপই কৈগ্রামের পুজোর প্রাণ

পতিরাম, ১১ অক্টোবর ঃ বছরের পর বছর ধরে শাস্ত্রসম্মতভাবে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজোয় মাতেন কৈগ্রামের বাসিন্দারা। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপ গান এই পুজোর প্রাণ। সঙ্গে থাকে যাত্রাগান ও কীর্তন। আর এই লোকসংস্কৃতি এবং ভক্তিমূলক সংগীতের আস্বাদ পেতে দলে দলে এলাকার মানুষজন ছুটে আসেন কৈগ্রাম পুজোমণ্ডপে। দুর্গাপুজোর দিন পরম আনন্দে অতিবাহিত হয় আবালবৃদ্ধবনিতার। সন্দেহ নেই ওই শারদীয়া দুর্গোৎসবই এতদ অঞ্চলের মানুষের প্রধান আনন্দ উৎসব। বছরভর হাজার হাজার বাসিন্দা তাই অপেক্ষায় থাকেন পুজোর দিনগুলির জন্য। ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের পীঠস্থান খাঁপুরের পার্শ্ববর্তী কৈগ্রামের দেশবন্ধু ক্লাব এই পুজো আয়োজন করে আসছে। কৈগ্রাম সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির কর্মকর্তা পরেশ বর্মন, বিভাস চ্যাটার্জি, সমর শীল, আনন্দ বর্মনরা জানালেন, এবছর আমাদের পুজোর বাজেট প্রায় ৬০ হাজার টাকা। প্রতিমাশিল্পী পরিতোষ বর্মন অল্প পারিশ্রমিকে এতবছর ধরে কাজ করে আসছেন। বর্তমানে প্রতিমার গায়ে কাদার প্রলেপ দেওয়ার কাজ চলছে। এই পুজোয় দেবীদুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, অসুরের মূর্তির সঙ্গে দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতে পরির দেশ থেকে তুলে আনা দুই অপরূপা পরিকে মণ্ডপের সম্মুখভাবে জোড়হাতে দণ্ডায়মান রাখা হয়েছে। বিনম্র ভঙ্গিতে তাদের স্বাগতম বার্তা মানুষকে খুশি করবে সন্দেহ নেই। পুজোর কর্মকর্তা সজল মুখার্জি, দিলীপ মুখার্জি, ব্রজলাল মাহাতো, পবন বর্মনরা জানালেন, অষ্টমীর দিন খিচুড়ি ভোগ এই পুজোর অপরিহার্য অঙ্গ। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলে দেবী মহামায়ার এই প্রসাদ গ্রহণ করে পরমতৃপ্ত হন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আলকাপ গান, যাত্রা, কীর্তন প্রত্যন্ত গ্রামের আপামর মানুষের

তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। –সাজাহান আলি

পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ

রায়গঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ উত্তর দিনাজপুর জুড়ে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের উদ্যোগে পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। রায়গঞ্জ ব্লকের বাহিন হাইস্কুলে এই প্রতিযোগিতা হয়।

জেলার ১১৭টি সার্কেল থেকে ১৬টি ইভেন্টে প্রথম স্থানাধিকারীরা অংশ নেয় এদিন। কর্মসূচিকে সফল করতে সুসজ্জিত একটি পদযাত্রা বাহিন এলাকা পরিদর্শন করে। প্রকল্পের আধিকারিক, কর্মী, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় এই পদযাত্রায়। পতঙ্গবাহিত রোগের লক্ষণ এবং কীভাবে এর প্রতিরোধ করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। পতঙ্গবাহিত রোগের ওপর অঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকস্তরের পড়ুয়ারা বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ও অলচিকি ভাষায় প্রতিযোগিতা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রকল্প আধিকারিক প্রবীর পাত্র, প্রকল্প কো–অর্ডিনেটর ব্যোমকেশ বর্মন সহ আরও অনেকে।

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস